Contents

দিগদর্শন

১

মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব

ধর্ম, সমাজ ও সাহিত্য বিষয়ক গবেষণা **মাসিক আত-তাহরীক**-এর শুরু হয়েছিল **'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ'**-এর মুখপত্র হিসাবে। যা ধর্মীয়, সামাজিক, রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, সাহিত্যিক, সাংস্কৃতিক, জাতীয় ও আন্তর্জাতিক সকল বিষয়ে পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছের আলোকে দিক নির্দেশনা প্রদান করে। দেশের সার্বিক সমাজ সংস্কারের লক্ষ্যে 'আত-তাহরীক' তার আপোষহীন ভূমিকা শুরু থেকে এ যাবৎ অব্যাহত গতিতে পালন করে যাচ্ছে। যার সুফল দেশে ও দেশের বাইরে সর্বত্র পরিলক্ষিত হচ্ছে। জাতি গতানুগতিকতা ছেড়ে পরকালীন মুক্তির লক্ষ্যে জামা'আতবদ্ধ ভাবে এগিয়ে চলেছে। জাতীয় জীবনে সংস্কারের এক নতুন স্পন্দন শুরু হয়েছে।

এই আন্দোলনের মুহতারাম আমীরে জামা'আত পত্রিকার প্রতিষ্ঠাতা সম্পাদক হিসাবে নিজেই এর সম্পাদকীয় সমূহ লিখতেন এবং আজও লিখে চলেছেন। তবে মাঝে-মধ্যে সাথীদের দিয়ে লিখাতেন তাদের হাত পাকা করার জন্য। যার সুফল তিনি পেয়েছিলেন যখন তিনি দীর্ঘদিন কারাগারে থাকা সত্ত্বেও তাঁর হাতে গড়া সাথীরা সৎসাহসের সাথে পত্রিকা চালিয়ে গেছেন। একটি সংখ্যাও বন্ধ হয়নি। *ফালিল্লাহিল হাম্দ*।

এক্ষণে আমরা পাঠকদের দাবীতে ও সমাজের সার্বিক কল্যাণ বিবেচনা করে মাননীয় প্রতিষ্ঠাতা সম্পাদকের কারাগার-পূর্ব সম্পাদকীয়সমূহ (১৯৯৭-২০০৫ইং) দিগদর্শন-১ নামে একত্রিতভাবে প্রকাশ করলাম। এরপরেই কারামুক্তির পর থেকে লিখিত সম্পাদকীয়গুলি একত্রিত করে 'দিগদর্শন-২' বের করার এরাদা রইল।

সম্পাদকীয় হ'ল আন্দোলনের প্রাণ। এর মাধ্যমে যেমন আন্দোলন-এর লক্ষ্য-উদ্দেশ্য ও গতি-প্রকৃতি সম্পর্কে জানা যাবে, তেমনি অনেক পুরানো তথ্যাবলী সম্পর্কে অবহিত হওয়া যাবে। সে দিক বিবেচনায় সম্পাদকীয় সমূহ হ'ল স্ব স্ব সময়ের দর্পণ স্বরূপ। জ্ঞানী পাঠকের নিকট তা মূল্যবান খোরাক হবে বলে আমরা আশা করি। ইতিপূর্বে 'দর্শন' বিষয়ক ১৬টি সম্পাদকীয় নিয়ে 'জীবন দর্শন' নামে প্রকাশিত বইটি সকলের অন্তর কেড়েছে। আশা করি দিগদর্শন-১-য়ে জমাকৃত ৭৯টি সম্পাদকীয় যা আমরা ১০টি শিরোনামে ভাগ করেছি, সেগুলি বিদগ্ধ পাঠকের সামনে সমাজ পরিবর্তনে নতুন চিন্তার দুয়ার সমূহ খুলে দিবে। আল্লাহ মাননীয় লেখককে এবং গবেষণা বিভাগ ও এর সাথে সংশ্লিষ্ট সকলকে ইহকালে ও পরকালে উত্তম জাযা দান করুন -আমীন!

বিনীত

-প্রকাশক

সূচীপত্র (المحتويات)

বিষয়	পৃষ্ঠা
প্রকাশকের নিবেদন	০৩
আত-তাহরীক : যাত্রা হ'ল শুরু (প্রথম ৩টি সম্পাদকীয়)	০৭
ধর্মীয়	
তাওহীদ ও রিসালাত	০৯
খোশ আমদেদ মাহে রামাযান	১২
প্রশিক্ষণের মাস রামাযান	১৩
আত্মশুদ্ধির মাস রামাযান	১৫
মাহে রামাযান	১৭
হে কল্যাণের অভিসারীগণ! এগিয়ে চল	২০
ঈদুল আযহা সমাগত	২৪
দিবস পালন নয়, চাই আদর্শের অনুসরণ	২৬
জশনে জুলূস ও আমরা	২৯
ইসরা ও মি'রাজ	৩২
উৎসের সন্ধানে	৩৬
কাদিয়ানী বিতর্ক শেষ করুন	৪০
আহলেহাদীছ আন্দোলন	
আহলেহাদীছ আন্দোলন	৪৫
আন্দোলনই মুখ্য	৪৮
আহলেহাদীছের বিরুদ্ধে বিষোদ্গার	৫১
তাবলীগী ইজতেমা'৯৮	৫৫
শিক্ষা বিষয়ক	
ইল্‌ম ও আলেমের মর্যাদা	৫৭
জাতীয় ইস্যু	
বিজয়ের মাস ও পার্বত্য চুক্তি	৬০
বন্যায় বিপন্ন মানবতা	৬২
বন্যায় বিপর্যস্ত বাংলাদেশ	৬৩
ইসলামী শিক্ষার বিকাশ চাই	৬৫
বিপন্ন স্বাধীনতা	৬৮

ভেসে গেল স্বপ্নসাধ! ৭০
ভাল আছি ৭৪
ভালোবাসি ৭৮
স্বাধীনতা রক্ষার শপথ ৮১
তত্ত্বাবধায়ক সরকার প্রসঙ্গ ৮৪
জাতীয় সংসদ নির্বাচন ৮৭
শেষ হ'ল পালাবদল ৯০
বিব্রত সরকার বিব্রত দেশবাসী ৯৩
জাতীয় লক্ষ্য নির্ধারণ করুন ৯৭
ইসলামী খেলাফত : জাতির নিকটে আমাদের প্রস্তাব ১০০
হে আল্লাহ! সৎ ও সাহসী নেতা দাও ১০৩
সংবিধানের চতুর্দশ সংশোধনী বনাম অষ্টম সংশোধনী ১০৬
বন্যা নিয়ন্ত্রণে স্থায়ী পরিকল্পনা আবশ্যক ১১০
হ্যান্স তুমি ইসলাম কবুল কর ১১৪
মিথ্যাচার ও সাংবাদিকতা ১১৮

ভাষা ও সংস্কৃতি

ভাষার স্বকীয়তা অক্ষুণ্ন রাখুন! ১২১
নববর্ষের সংস্কৃতি ১২২

অপসংস্কৃতি

থার্টি-ফার্স্ট নাইট ১২৬
ভ্যালেন্টাইন্‌স ডে ১২৯

সামাজিক

পতিতাবৃত্তি বন্ধ করুন ১৩২
পশুত্বের পতন হৌক! ১৩৪
মুছল্লী না সন্ত্রাসী? ১৩৭
উত্তরাঞ্চলকে বাঁচান! ১৪১
ডেঙ্গুজ্বর : আসুন! অন্যায় থেকে তওবা করি ও প্রতিরোধের ব্যবস্থা নেই ১৪৪
অপারেশন ক্লীনহার্ট ও রামাযান ১৪৬
হে সন্ত্রাসী! আল্লাহকে ভয় কর ১৫০
ঐক্য প্রতিষ্ঠায় ইসলাম ১৫৪
প্রকৃত জিহাদই কাম্য ১৫৮

Contents

রাজনৈতিক

কল্যাণমুখী প্রশাসন ১৬১
স্বাধীনতার মাসে অধীনতার কসরৎ ১৬৪
ভৌগলিক ও ঈমানী প্রতিরক্ষা চাই ১৬৮
অসাম্প্রদায়িক বাংলাদেশ! ১৭২
দেশ ধ্বংসে সর্ববৃহৎ অস্ত্রের চালান : হিংসাত্মক রাজনীতির ফল ১৭৫
বিরোধী নেত্রীর জনসভায় গ্রেনেড হামলা : দেশপ্রেমিকগণ সাবধান! ১৭৮
ভারতীয় চেতনা বনাম মুক্তিযুদ্ধের চেতনা ১৮১

আন্তর্জাতিক

ভারতের পারমাণবিক পরীক্ষা ১৮৬
কাশ্মীর ট্রাজেডী ১৮৯
বিশ্বায়ন ও আত্মনিয়ন্ত্রণ ১৯২
ধর্মনিরপেক্ষতার ভয়াল রূপ ১৯৬
সীমান্তে পুশইন : মানবতা তুমি কোথায়? ২০০
ইহূদীরা বিশ্ব শাসন করছে! ২০৪
সুনামি : ক্বিয়ামতের আগাম সংকেত ২০৬

মুসলিম বিশ্ব

ইরান-আফগান সংকট ২০৯
কসোভোয় মুসলিম নির্যাতন ২১১
পাকিস্তানে সামরিক অভ্যুত্থান ২১৪
বন্দী ফিলিস্তীন : জবাব সশস্ত্র জিহাদ ২১৬
আফগানিস্তানে মার্কিন হামলা ২২০
এশিয়ার দুর্গের পতন। অতঃপর.. ২২৪
বিধ্বস্ত ফিলিস্তীন ও আমরা ২২৭
রক্তঝরা কাশ্মীর, নিষ্পিষ্ট গুজরাট ও জেনিন : মুসলিম বিশ্বের নীরবতা ও অমুসলিম বিশ্বের কপটতার মাঝখানে ২৩০
হালাকু-র পুনরাবির্ভাব ও আমাদের করণীয় ২৩৩
ইরাকে মার্কিন হামলা : বিশ্ব বিবেক জেগে ওঠ ২৩৭
বাগদাদের পরাজয় : আমেরিকার পতনের সূচনা ২৪১
আরাফাত চলে গেলেন ২৪৬

www.ahlehadeethbd.org

বিসমিল্লাহির রহমানির রহীম

নাহ্মাদুহু ওয়া নুছাল্লী ‘আলা রাসূলিহিল কারীম

আত-তাহরীক : যাত্রা হ’ল শুরু

১. আরবীতে **‘তাহরীক’** অর্থ আন্দোলন। **‘আত-তাহরীক’** অর্থ বিশেষ আন্দোলন। ইংরেজীতে যাকে বলা যাবে The Movement অথবা That very Movement. অতএব **‘আত-তাহরীক’** বিশেষ একটি আন্দোলনের লক্ষ্যে আত্মপ্রকাশ করতে যাচ্ছে। সে আন্দোলন পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছ ভিত্তিক জীবন গড়ার আন্দোলন। সে আন্দোলন আল্লাহ প্রেরিত সর্বশেষ অহি ভিত্তিক সমাজ গড়ার আন্দোলন। সে আন্দোলন বিশ্ব মানবতার প্রকৃত মুক্তি আন্দোলন।

যে মানুষ নিজের জ্ঞানকে অহি-র জ্ঞানের সামনে বিনা দ্বিধায় সমর্পণ করে দিবে। যে মানুষ পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছের নির্দেশকে সানন্দে মাথা পেতে নিবে। দুনিয়ার চাইতে আখেরাতকে সর্বক্ষেত্রে অগ্রাধিকার দিবে- ‘আত-তাহরীক’ তাদেরই মুখপত্র হবে।

আত-তাহরীক-এর যাত্রা শুরুতে বিশ্বপ্রভু আল্লাহ্র নিকটে আমাদের একান্ত প্রার্থনা তিনি যেন এর যাত্রাপথকে নিরাপদ রাখেন, তাঁর বান্দাদের অন্তরকে এর দিকে রুজূ করে দেন এবং কল্যাণময় সমাজ গড়ার প্রকৃত লক্ষ্য হাছিলের পথে তাওফীক দান করেন। আমীন!

দীর্ঘ দিনের সোনালী স্বপ্ন বাস্তবায়নের রক্তিম প্রভাতে আমরা আমাদের সকল গ্রাহক, অনুগ্রাহক, লেখক-লেখিকা, পাঠক-পাঠিকা ও শুভাকাংখী ভাই-বোনকে আন্তরিক সালাম ও মুবারকবাদ জানাচ্ছি। আল্লাহ আমাদের সহায় হৌন- আমীন![১]

২. ১ম বর্ষ ১ম সংখ্যা **‘আত-তাহরীক’** বের হওয়ার সাথে সাথেই এমনভাবে জনপ্রিয়তা পাবে আশা করিনি। আল্লাহ পাকের হাযারো শুকরিয়া যে, তিনি তাঁর বান্দাদের অন্তরকে আমাদের দিকে রুজূ করে দিয়েছেন। **‘আত-তাহরীক’** আত্মপ্রকাশের সাথে সাথে তা যে পরহেযগার মুমিনদের হৃদয় কেড়েছে, তার

১. ১ম বর্ষ, ১ম সংখ্যা, সেপ্টেম্বর ১৯৯৭।

বিগত দুই সংখ্যার ৪০ পৃষ্ঠার স্থলে এবারের সংখ্যা ৪৮ পৃষ্ঠা করা হ'ল। পরবর্তীতে পৃষ্ঠা সংখ্যা আরও বৃদ্ধি করার ইচ্ছা রইল। গতবারের ১৪টি বিভাগের সাথে এবারে আরেকটি যোগ করে মোট ১৫টি বিভাগ করা হ'ল।

পরিশেষে যে মহান প্রভুর মঙ্গল ইচ্ছায় সরকারী রেজিস্ট্রেশন নিয়ে **'আত-তাহরীক'** তার ৩য় সংখ্যায় পদার্পণ করল, সেই আল্লাহ্র উদ্দেশ্যে জানাই লাখো সিজদায়ে শুক্র। *আল্লাহুম্মা আমীন!*[৩]

ধর্মীয়

৪. তাওহীদ ও রিসালাত

মুসলিম জীবনের চলার পথে দু'টি প্রধান আলোকস্তম্ভ হ'ল 'তাওহীদ' ও 'রিসালাত'। দু'টি রেলপথের একটি না থাকলে বা দুর্বল হ'লে যেমন রেলগাড়ী চলে না। তাওহীদ ও রিসালাতের যেকোন একটির উপরে বিশ্বাস ও আমল না থাকলে মুমিনের জীবন গাড়ী তেমনি অচল হয়ে যায়। ঈমানের গণ্ডীভুক্ত হওয়ার জন্য মুখে আল্লাহ ও রাসূলের স্বীকৃতি দিলেই যথেষ্ট হয়। কিন্তু জাহান্নাম থেকে বাঁচা ও জান্নাত লাভের জন্য কেবল মৌখিক স্বীকৃতিই যথেষ্ট নয়। জাহেলী আরবের মুশরিকরা আল্লাহকে মুখে স্বীকার করত। তাঁকে সৃষ্টিকর্তা, রূযীদাতা, জীবন ও মরণদাতা হিসাবে বিশ্বাস করত। মুহাম্মাদ (ছাঃ)-কেও তারা 'সত্য' বলে জানতো। অনেকে তা মুখেও স্বীকার করত। তবুও তারা ইসলামে প্রবেশাধিকার পায়নি। তাদের রক্ত হারাম হয়নি। বদর, ওহোদ, খন্দক, হোনায়েন প্রভৃতি যুদ্ধ তাদের সঙ্গেই হয়েছে। তাই বিশ্বাস ও স্বীকৃতির বাস্তবতাই হ'ল মূল কথা।

আমলী যিন্দেগী যদি তাওহীদ ও রিসালাতের আলোকে গড়ে না ওঠে, তাহ'লে কেবল বিশ্বাস ও স্বীকৃতি আমাদেরকে জাহান্নাম থেকে মুক্তি দেবে না। 'তাওহীদ' অর্থ আল্লাহ্র একত্ব। মুমিনের সার্বিক জীবনের সকল ক্রিয়াকর্ম হবে আল্লাহমুখী। সবকিছুই হবে আল্লাহ্র সন্তুষ্টি অর্জনের একক লক্ষ্যে। কোন পথে কিভাবে কি কাজ করলে তিনি খুশী হবেন, তার বাস্তব পথনির্দেশ দিয়েছেন আল্লাহ্র রাসূল (ছাঃ)। তাই রিসালাতের সিঁড়ি বেয়ে তাওহীদের

৩. ১ম বর্ষ, ৩য় সংখ্যা, নভেম্বর ১৯৯৭।

লক্ষ্যপথে এগোতে হবে। একটিকে বাদ দিয়ে আরেকটি হাছিল করা যেমন সম্ভব নয়। তেমনি দু'টির প্রতি কেবল ভক্তি দেখিয়ে অন্য কোন স্থান থেকে ফায়ছালা গ্রহণ করলে সেটাকে 'ত্বাগূত' বলা হবে। মানুষের সার্বিক জীবনকে ত্বাগূত মুক্ত করার জন্য যুগে যুগে নবীগণ চেষ্টা চালিয়ে গেছেন। তাই ত্বাগূতকে পুরোপুরি অস্বীকার করা ব্যতীত তাওহীদ হাছিল হওয়া সম্ভব নয় এবং বিদ'আতকে অস্বীকার ও তা থেকে পুরোপুরি মুক্ত না হওয়া পর্যন্ত রিসালাতের পূর্ণ অনুশীলন সম্ভব নয়।

আজকের মুসলিম জীবনে তাওহীদ ও রিসালাত বাধামুক্ত নয়। তাওহীদের স্বচ্ছ নীলাকাশ যেমন শিরকের ঘনঘটায় আচ্ছন্ন হয়ে পড়েছে, রিসালাতের সবুজ ময়দান তেমনি অসংখ্য বিদ'আতের ক্রিমিকীটে পূর্ণ হয়ে গেছে। বরং বলা চলে যে, এখন শিরক ও বিদ'আতগুলিই এদেশে ইসলাম হিসাবে গণ্য হচ্ছে। দেশের ধনিক শ্রেণী ও রাষ্ট্রশক্তি আজ শিরক ও বিদ'আতের পৃষ্ঠপোষকতা দিচ্ছে। সমাজের অধিকাংশ লোক সেগুলিতেই অভ্যস্ত হয়ে পড়েছে এবং ক্রমেই সমাজের রুচি বিকৃতি ঘটছে। মদ্যপায়ী জানে যে, মদ হারাম। তবুও সে মদের জন্য পাগল হয়ে ওঠে। শিরক ও বিদ'আতের অনুসারীরাও অনেকে জানে যে, এর পরিণাম জাহান্নাম। তবুও তারা ঐগুলির দিকে প্রতিনিয়ত ছুটে চলেছে। কে এদেরকে বাধা দেবে?

এ দায়িত্ব ছিল সরকার ও আলেম সমাজের। কিন্তু সরকারের কাছ থেকে বর্তমান যুগে এ বিষয়ে কিছু আশা করা বৃথা সময় নষ্ট করার শামিল। আলেম সমাজের অনেকে সরাসরি ও অনেকে পরোক্ষভাবে শিরক ও বিদ'আতের সাথে জড়িত। বাকী যারা আছেন, যারা সত্যিকার অর্থে আল্লাহভীরু, যোগ্য ও সচেতন, তাঁদের সংখ্যা দিন দিন হ্রাস পাচ্ছে। সমাজের কাছে তাঁরা অপরিচিত। তাঁদেরকে খুঁজে বের করে এনে সমাজ সংস্কারের দায়িত্বে নিয়োজিত করা খুবই যরূরী। এজন্য প্রয়োজনে দ্বীনদার ধনী সমাজকে এগিয়ে এসে আর্থিক দায়-দায়িত্ব গ্রহণ করতে হবে। মুত্তাক্বী আলেমদের উপরে কোন একক ব্যক্তির সরাসরি খবরদারী করা চলবে না। এজন্য একটি দ্বীনদার জামা'আতকে বেছে নিতে হবে। যাদের মাধ্যমে পুরা সমাজকে পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছের আলোকে ঢেলে সাজিয়ে তাওহীদ ও রিসালাতের সর্বোচ্চ অগ্রাধিকার প্রতিষ্ঠা করতে হবে। হৌক না সংখ্যায় কম, তবুও আমাদেরকে

সেই জামা'আতের সাথে থাকতে হবে। তাকে পরিচর্যা করতে হবে। তাকে এগিয়ে নিতে হবে। হাদীছের ভাষায় 'ক্বিয়ামতের পূর্ব পর্যন্ত এই জামা'আত বর্তমান থাকবে। পরিত্যাগকারীরা তাদের কোন ক্ষতি করতে পারবে না' এবং কারু নিন্দাবাদকে তারা ভয় পাবে না'। আপনি কি কখনো তাদেরকে খুঁজতে চেষ্টা করেছেন? আল্লাহ তুমি আমাদেরকে মুত্তাক্বীদের সেই জামা'আতের সাথে আমৃত্যু থাকার তাওফীক দাও এবং এদেশে তাওহীদ ও রিসালাতকে অক্ষুণ্ন রাখ- আমীন!

৩য় বর্ষে পদার্পণ

'আত-তাহরীক' অর্থ বিশেষ আন্দোলন। এ আন্দোলন তাওহীদ ও রিসালাতের সর্বোচ্চ অগ্রাধিকার প্রতিষ্ঠার আন্দোলন। এ আন্দোলন পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছ ভিত্তিক সমাজ গড়ার আন্দোলন। আমাদের কাংখিত শিরক ও বিদ'আত মুক্ত এবং তাক্বওয়াশীল সমাজ গঠনের উদ্দেশ্য সম্মুখে রেখে দু'বছর পূর্বে মাসিক আত-তাহরীক ২ হাযার কপি দিয়ে তার যাত্রা শুরু করেছিল। এই স্বল্প সময়ে প্রচার সংখ্যা **১১** হাযারে উন্নীত হওয়াই আত-তাহরীকের জনপ্রিয়তা প্রমাণ করে। বাংলাদেশে কোন ধর্মীয় মাসিক পত্রিকার এত অল্প সময়ে এত অধিক প্রচার সংখ্যার রেকর্ড সম্ভবতঃ এটাই এবং বলা যেতে পারে যে, দীর্ঘ ৩৫ বছরের পুরানো মাসিক মদীনার প্রচার সংখ্যার পরে এই নবীন পত্রিকাটির প্রচার সংখ্যা সম্ভবতঃ সর্বাধিক। *ফালিল্লাহিল হাম্দ*। আমাদের সূচিত আন্দোলনের প্রতি জনগণ আকৃষ্ট হচ্ছেন, তাদের অনেকেরই আক্বীদা-আমলের পরিশুদ্ধি ঘটছে এবং এর মাধ্যমে আমরাও নেকীর অধিকারী হচ্ছি, এটুকু ভেবে কিছুটা আশ্বস্ত বোধ করছি। ইতিমধ্যে 'আত-তাহরীক পাঠক ফোরাম' গঠিত হয়েছে। আমরা পাঠক ভাইদের এই স্বতঃস্ফূর্ত উদ্যোগকে স্বাগত জানাই এবং দেশের ও বিদেশের পাঠক-পাঠিকাগণ সর্বত্র অনুরূপ পাঠক ফোরাম গড়ে তুলবেন, এরূপ কামনা করি *(৩য় বর্ষ, ১ম সংখ্যা, অক্টোবর ১৯৯৯)*।[৪]

৪. বর্তমানে ২৯ হাযারের উপর (প্রকাশক)।

৫. খোশ আমদেদ মাহে রামাযান

বর্ষ পরিক্রমায় অন্যান্য বারের ন্যায় এবারও আমাদের দুয়ারে নেকী ও ছওয়াবের ডালি নিয়ে মাহে রামাযানের আগমন ঘটেছে। আল্লাহভীতির বিশেষ গুণ অর্জনের মাধ্যমে আত্মশুদ্ধি অর্জন ও সংযমশীলতার প্রশিক্ষণ গ্রহণের ফলে যে আত্মশক্তির উন্মেষ ঘটে, সেই আত্মশুদ্ধি ও আত্মশক্তির উন্মেষ সাধনের জন্যই বছরে একবার রামাযানের আগমন ঘটে। ঈমান ও তাক্বওয়া অর্জনের মাধ্যমে মানবতার পূর্ণ বিকাশ সাধন রামাযানের অন্যতম প্রধান লক্ষ্য।...

মানুষের জীবনের দু'টি ভাগ আছে। একটি আধ্যাত্মিক ও অন্যটি বৈষয়িক। বৈষয়িক জীবন পরিচালিত হয় আধ্যাত্মিক বিশ্বাস ও মূল্যবোধের উপরে ভিত্তি করে। যখন কোন জাতির আধ্যাত্মিক মূল্যবোধে ধস নামে, তখন সে জাতির বৈষয়িক উন্নতি হুড়মুড় করে ভেঙ্গে পড়ে। বিধ্বস্ত বিগত সভ্যতাগুলি তার জলজ্যান্ত প্রমাণ। ইসলামের সকল ইবাদতের মূল উদ্দেশ্য থাকে তাযকিয়ায়ে নফ্স বা আত্মশুদ্ধি অর্জন করা। ছিয়ামে রামাযান একই উদ্দেশ্যে নিবেদিত একটি ফরয ইবাদত। অতএব ছিয়াম সাধনার মূল উদ্দেশ্য যদি ব্যর্থ হয়, তাহ'লে ছিয়াম কেবল উপবাসের নাম হবে, অন্য কিছু হবে না।

এখানে আরেকটি বিষয় স্মর্তব্য যে, রামাযান মাসেই আল্লাহপাক তাঁর সেরা আসমানী গ্রন্থসমূহ নাযিল করেছেন। বিশ্ববাসীর হেদায়াতের জন্য পবিত্র কুরআনও এমাসের ক্বদর রজনীতে নাযিল হয়েছে। যার ফলে ক্বদর রজনীর ইবাদত হাযার মাসের ইবাদতের চেয়েও উত্তম। কুরআন নাযিল হওয়ার সম্মানে এবং আল্লাহ্র বিশেষ রহমতে রামাযানে সকল নেকীর কাজের ছওয়াব আল্লাহ নিজে দিবেন। আল্লাহ্র ঐ মহা নে'মত আল-কুরআন ও আল-হাদীছ মুসলমানদের কাছে আমানত রয়েছে। জীবন পরিচালনার জন্য অন্য কারু হেদায়াত প্রয়োজন নেই। নুযূলে কুরআনের মাস হিসাবে রামাযানের যে সম্মান, কুরআন তথা আল্লাহ প্রেরিত সর্বশেষ অহি-র ধারক ও বাহক হিসাবে মুসলমানেরও সেই সম্মান ও মর্যাদা রয়েছে সকল উম্মতের উপর। কিন্তু দুর্ভাগ্য আমরা কি কুরআন-হাদীছকে সেই মর্যাদা ও সম্মান দিতে পেরেছি?

অতএব আসুন! রামাযানকে স্বাগত জানানোর সাথে সাথে প্রতিজ্ঞা গ্রহন করি যেন একে সত্যিকারভাবে সম্মান দিতে পারি। যাবতীয় পাপ ও অন্যায় থেকে তওবা করে আত্মশুদ্ধি অর্জনে সক্ষম হই...।[৫]

৬. প্রশিক্ষণের মাস রামাযান

ধৈর্য ও সংযমের সুমহান আদর্শ নিয়ে প্রতিবারের ন্যায় এবারও ফিরে এসেছে মাহে রামাযান। আত্মত্যাগ ও আত্মশুদ্ধির মাস, সহানুভূতি ও সহমর্মিতার মাস, রহমত ও মাগফেরাতের মাস, কাম-ক্রোধ, লোভ-মোহ বশীভূত করার মাস, জাহান্নাম থেকে মুক্তির মাস, আধ্যাত্মিক উন্নতি লাভের মাস, সদাচার ও সদ্ব্যবহারের মাস, তাক্বওয়া ও পরহেযগারীর মাস, সর্বোচ্চ কৃচ্ছ্রতা সাধনের মাস এই মাহে রামাযান। এ মাসেই একজন মুমিন ছিয়াম সাধনার মাধ্যমে জীবনের সকল পাপ-পঙ্কিলতা ধুয়ে-মুছে নিষ্পাপ হওয়ার সৌভাগ্য অর্জন করতে পারেন। সুশৃংখল জীবন যাপনের সুতীব্র প্রেরণা নিয়ে আগামী ১১ মাসের জন্য মুমিন তার জীবনের একটি পরিকল্পনা স্থির করতে পারেন। সহনশীলতা ও সহমর্মিতার প্রশিক্ষণ নিয়ে সহযোগিতার হাত সম্প্রসারিত করতে পারেন। ধৈর্য ও সংযমের মাসব্যপী প্রশিক্ষণের মাধ্যমে নিজেকে ধৈর্যশীলদের অন্তর্ভুক্ত করে হ'তে পারেন আল্লাহ্র প্রিয় পাত্র। শান্তি ও স্থিতিশীলতার শিক্ষা নিয়ে হ'তে পারেন শান্তিকামী জনতার অগ্রসৈনিক। কামাচার, পাপাচার, মিথ্যা ও অশ্লীলতা পরিত্যাগের মাসব্যাপী প্রশিক্ষণের মাধ্যমে নিজেকে চরিত্রবান আদর্শ ব্যক্তিত্ব রূপে প্রতিষ্ঠিত করতে পারেন।

আরবী মাস সমূহের মধ্যে রামাযান হ'ল ৯ম মাস। বিভিন্ন কারণে মাসটি গুরুত্ববহ ও স্মরণীয়। এ মাসেই পবিত্র কুরআন অবতীর্ণ হয়েছে। এ মাসের ছিয়াম মুমিনের জন্য ফরয। এ মাসেই লায়লাতুল ক্বদর রয়েছে। যা হাযার মাসের চেয়েও উত্তম। সব মিলিয়ে এই মহিমান্বিত মাসের গুরুত্ব অপরিসীম। অন্য সকল ইবাদতের চেয়ে ছিয়ামের মর্যাদা অনন্য। কারণ ছিয়াম সাধনায় 'রিয়া' বা লোক দেখানোর কোন অবকাশ নেই। ছিয়াম পালনকারী কেবল আল্লাহ্র ভয়ে ও তাঁকে সন্তুষ্ট করার নিমিত্তেই খানাপিনা ইত্যাদি হ'তে বিরত

৫. ১ম বর্ষ, ৫ম সংখ্যা, জানুয়ারী ১৯৯৮।